দৈনিক ইত্তেফাক

JUN. 24 2002

সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা আবার নেয়া হোক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দু'টি মতামত আমাদের হতাশ করেছে। এক, যে সকল কেন্দ্রে অনিয়ম (প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলা হচ্ছে না) হয়েছে সেসব কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হবে। অর্থাৎ আবার পরীক্ষা হবে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না। দুই, এসব অনিয়মের ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। তাঁদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কিন্তু আমাদের কথা হলো, এখন দেশের গ্রামে-গঞ্জে অলিতে-গলিতে টেলিফোন, মোবাইল রয়েছে, তাই কোনো জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তা মুহূর্তেই গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার কথা। যে সব জেলায় ফটোস্ট্যাট দোকানে প্রশ্ন বিক্রি হয়নি, সেসব জেলায় ফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন পৌঁছে গেছে বহু পরীক্ষার্থীর কাছে। তাই পরীক্ষা সব জেলাতেই বাতিল করা উচিত। শোনা যাচ্ছে, কিছু জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কিন্তু তা কি স্বীকার করা হবে? আমাদের পাবনা জেলায় আসল প্রশ্নের পাশাপাশি কিছু ফটোকপি ব্যবসায়ী ভুয়া প্রশ্ন বিক্রি করেছে। আমরা আশংকা করছি, শেষে বলা না হয় আসল প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে। আমরা তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাবো যে, আবার নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

আরিফুর রহমান,
রেজাউল করিম,
ফারুক হোসেন,
এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
পাবনা